উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৩ শ্রাবণ ১৪২৮ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 30 July 2021 Friday 16 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

SLG + JAL

Find us on
নিউজ@9
https://www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

ওহ জয় অতনুর, আজ দীপিকার পালা

পনেরোর পাতায়

চাপ সরকারকে

সংসদে কংগ্রেস ও তৃণমূলের নৈকট্যের ছবি

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই : সোনিয়া–মমতার বৈঠকের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কাছাকাছি এল তৃণমূল ও কংগ্রেস। বিশেষ করে সংসদে যেন পাল্লা দিয়ে বাড়ল দুই দলের পরস্পরের প্রতি নৈকট্য। বিরোধী দলগুলির বৈঠক কিংবা যৌথ সংসদীয় রণকৌশল থেকে শুরু করে সংসদের কার্য উপদেষ্টামণ্ডলীর বৈঠক – সবেতেই সহাবস্থান দেখা গেল উভয় দলের।

বিরোধী ঐক্যের সলতে পাকাতে তৃণমূল নেত্রীর দিল্লিতে তৎপরতার মধ্যে তাল কেটেছিল বুধবার। সোনিয়ার সঙ্গে দেখা করতে গেলেও সংসদে রাহুল গান্ধির উদ্যোগে ডাকা বিরোধী দলগুলির বৈঠকে অনুপস্থিত ছিল তৃণমূল। মমতা নিজেকে লিডার নয়, ক্যাডার বললেও তাঁর দলের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, দলনেত্রীর নেতৃত্বেই কেন্দ্রে সরকার হবে ২০২৪–এ।

কিন্তু একদিনের মধ্যে পালটে গেল ছবিটা। মনে করা হচ্ছে, বরফ গলেছে বুধবারের সোনিয়া–মমতা বৈঠকে, যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে দুই দলেই। বুধবার রাহুল বলেছিলেন বটে যে, 'আমরা সকলে একসঙ্গে আছি', কিন্তু তাঁর উদ্যোগে আয়োজিত বৈঠকে তৃণমূলের অনুপস্থিতিতে অস্বস্তি ফুটে উঠেছিল রাহুলের শরীরী ভাষায়। বৃহস্পতিবার অবশ্য সকালে সংসদের কাজ শুরুর আগেই কংগ্রেসের ডাকা বৈঠকে হাজির হয় তৃণমূল।

রাজ্যসভায় তৃণমূলের দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন ত্রিপুরায় যাওয়ায় দলের তরফে রাজ্যসভার চিফ হুইপ সুখেন্দুশেখর রায় সেই বৈঠকে অংশ নেন। সুখেন্দু পরে জানান, মূলত ঐক্যবদ্ধভাবে পেগাসাস প্রশ্নে সংসদে সরব হওয়ার পক্ষে সায় দিয়েছে সমস্ত দল। বিরোধীরা একজোট হয়ে পেগাসাস নিয়ে আলোচনা চেয়েছে সংসদে। বিরোধীদের এই ঐক্যবদ্ধ রণকৌশলের প্রতিফলন পড়ে সংসদের উভয়কক্ষেই। লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন বারবার মুলতুবি করতে হয়।

সুখেন্দু বলেন, 'তৃণমূল পেগাসাস নিয়ে আপসহীন আন্দোলন চালিয়ে যাবে।' রাজ্যসভায় কংগ্রেসের দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে আরও কড়া সুরে বলেন, 'সংসদ চালাতে যখন কেন্দ্রীয় সরকার রাজি নয়, তখন বিরোধী শিবিরের কিছু করার নেই। পেগাসাস নিয়ে আন্দোলন আরও তীব্র হবে এবার।' আগামী সপ্তাহে লোকসভার কার্যাবলি চূড়ান্ত করতে অধ্যক্ষ ওম বিড়লার ডাকে এদিনের বৈঠকেও পেগাসাস নিয়ে একসুরে সওয়াল করেন তৃণমূল ও কংগ্রেসের দুই সংসদীয় দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধীররঞ্জন চৌধুরী।

পরে সুদীপ জানান, অধ্যক্ষের ডাকা বৈঠক ফলপ্রসূ হয়নি। অর্থাৎ বিরোধী দলগুলির বিক্ষোভ আগামী সপ্তাহে একইভাবে আছড়ে পড়বে সংসদে। সুদীপ বলেন, 'বিরোধীদের অবস্থানে কোনও বদল হবে না।' অন্যদিকে অধীর বলেন, 'সংসদের এই অধিবেশন 'ওয়াশ আউট' হতে চলেছে। কেউ সেটা আটকাতে পারবে না। বিরোধীরা চায়, সংসদের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলুক। পেগাসাস স্পর্শকাতর ইস্যু। তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রীর বয়ান তাতে যথেষ্ট নয়। সংসদে এ নিয়ে বক্তব্য রাখুন মোদি–শা। নয়তো সভা অচল করতে বাধ্য হবে বিরোধীরা।'

এরপর বারোর পাতায়

আয় তবে সহচরী... অভিনেত্রী তথা সমাজসেবী শাবানা আজমির সঙ্গে মমতা। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে। –পিটিআই

প্রতারণার শিকড় পাটনায়

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : রেলে চাকরি দেওয়ার নাম করে তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে উত্তরবঙ্গ ও উত্তর–পূর্ব ভারতে কারবার চালাচ্ছে প্রতারণাচক্রের পান্ডারা। শুধু ভুয়ো নিয়োগপত্র দেওয়াই নয়, চাকরিপ্রার্থীদের বিহারে নিয়ে গিয়ে দফায় দফায় ভুয়ো প্রশিক্ষণও দিচ্ছে তারা। ধৃত অভিষেক বর্মা ও অনুপম মহন্তকে জেরা করে আন্তঃরাজ্য প্রতারণাচক্র সম্পর্কে এরকমই একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য পুলিশের হাতে এসেছে। তার ভিত্তিতেই চক্রের স্থানীয় এজেন্টদের ধরতে সক্রিয় হয়েছে পুলিশ। উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকজন এজেন্টকে ইতিমধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে। তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকদের একাংশের বক্তব্য, গা বাঁচাতে প্রতারণাচক্রের অনেক স্থানীয় এজেন্ট থানায় গিয়ে নিজেরাই প্রতারিত বলে অভিযোগ দায়ের করতে উদ্যোগী হয়েছে। তাঁদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

দুষ্টচক্র / ২

- তিনটি দলে ভাগ হয়ে উত্তরবঙ্গ ও উত্তর–পূর্ব ভারতে কারবার
- চাকরিপ্রার্থীদের বিহারে নিয়ে গিয়ে দফায় দফায় ভুয়ো প্রশিক্ষণ
- চক্রে জড়িত দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বর্ধমান ও শিলিগুড়ির একাধিক ব্যক্তি
- উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকজন এজেন্টকে ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করা হয়েছে

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়েছে, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, মেদিনীপুর সহ মালদা ঘেঁষা উত্তরবঙ্গের একাংশে চাকরির ফাঁদ পেতে টাকা তোলার দায়িত্বে রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার দুই ব্যক্তি। যাদের একজনের বাড়ি হরিণাভির নস্করপাড়া এলাকায়। বর্ধমানের মন্তেশ্বরতলার কাঞ্চননগর এলাকার এক বাসিন্দার সঙ্গে শিলিগুড়ির দুই ব্যক্তি মিলে বাকি উত্তরবঙ্গের কারবার পরিচালনা করছে। বর্ধমানের ওই ব্যক্তি ত্রিপুরা ও অসমেও বড় ফাঁদ পেতেছে। উত্তর দিনাজপুরের রাজগঞ্জ, ইসলামপুর, গোয়ালপোখর এলাকাতে এসে মাঝেমধ্যেই দু'–তিনদিন করে থাকত সে। ফলে তদন্তকারীরা একপ্রকার নিশ্চিত যে, ওইসব এলাকা থেকেও চাকরি দেওয়ার নাম করে মোটা টাকা তোলা হয়েছে। নিজেদের সূত্র লাগিয়ে সেই তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা করছেন তাঁরা। তবে এদের সবারই টিকি বাঁধা রয়েছে বিহারে। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, প্রতারণার মূল কারবার পরিচালনা হচ্ছে পাটনা থেকেই।

সূত্রের খবর, যাদের নামে ইতিমধ্যে অভিযোগ হয়েছে এবং ধৃতদের জেরা করে যাদের নাম জানা গিয়েছে, তাদের প্রত্যেকের সম্পর্কে আলাদা করে ফাইল বানাচ্ছে পুলিশ। যেহেতু বিভিন্ন থানায় অভিযোগ রয়েছে এবং রাজ্যের বাইরেও চক্রের পান্ডারা সক্রিয়,

এরপর বারোর পাতায়

একনজরে

অটোর ধাক্কায় মৃত বিচারক

আপাতভাবে দুর্ঘটনা মনে হলেও সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে আসতেই রহস্য ঘনাল। বুধবার ধানবাদের অতিরিক্ত জেলা বিচারক উত্তমকুমার আনন্দকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে একটি অটো। পুলিশ এই ঘটনাকে পরিকল্পিত খুন বলে মনে করছে। প্রতিহিংসার বসেই কেউ এই ঘটনা ঘটিয়েছে বলে পুলিশের অভিমত। ইতিমধ্যেই দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বিস্তারিত এগারোর পাতায়

রাজ্যে ১৫ অগাস্ট পর্যন্ত বিধিনিষেধ

রাজ্যে বিধিনিষেধের মেয়াদ বাড়ল ১৫ অগাস্ট পর্যন্ত। বৃহস্পতিবার নবান্ন থেকে জারি হওয়া এক নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, এই সময়কালে রাত ৯টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত ছাড়া কেউ বাইরে বেরোতে পারবেন না। এছাড়া প্রেক্ষাগৃহে মোট আসনের ৫০ শতাংশ লোক নিয়ে রাজনৈতিক সভা করা যাবে। তৃতীয় ঢেউয়ের কথা মাথায় রেখেই রাজ্য এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বিস্তারিত চোদ্দোর পাতায়

৫০ হাজার টাকায় বিক্রি কিশোরীকে, আইসিডিএস কর্মী ধৃত

গয়েরকাটা, ২৯ জুলাই : ভিনরাজ্যে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার নামে এক কিশোরীকে বিক্রির অভিযোগে পুলিশ বৃহস্পতিবার গয়েরকাটা থেকে এক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের নাম প্রমীলা রায়। তিনি গয়েরকাটারই একটি আইসিডিএস সেন্টারে কাজ করেন। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এদিন দুপুরে গয়েরকাটায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দারা ওই মহিলার বাড়ির সামনে গিয়ে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান। পরে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার দেবর্ষি দত্ত বলেন, 'এক কিশোরীর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে প্রমীলা রায় নামে এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শুক্রবার তাঁকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হবে। আমরা গোটা ঘটনাটি খতিয়ে দেখছি।' ধৃত মহিলার দাবি, তিনি নির্দোষ। তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে বলে তিনি জানান। বহু চেষ্টা করেও এদিন মোবাইল ফোনে ধূপগুড়ির সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক (সিডিপিও) সন্দীপ দে'র সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

গয়েরকাটা

ওই কিশোরীর পরিবারের অভিযোগ, মেয়েটির মাসির বাড়িতে ঘোরাতে নিয়ে যাওয়ার নামে ওই মহিলা ওই কিশোরীকে বিহারের সিওয়াল জেলার হাঁড়িয়াপুর কালাগ্রামে নিয়ে যান। সেখানকার বাসিন্দা এক ব্যক্তির কাছে ওই কিশোরীকে ৫০ হাজার টাকায় বিক্রি করে দেওয়া হয়। ওই নাবালিকাকে সবার সামনে জোর করে নাচতে বাধ্য করা হত বলে অভিযোগ। দু'মাস ধরে বহু খোঁজখবর চালানোর পর ওই নাবালিকার পরিবার বিহারের ওই বাসিন্দার সঙ্গে যোগাযোগ করতে সমর্থ হয়। এলাকায় প্রভাবশালী হওয়ায় ওই ব্যক্তি ওই নাবালিকাকে কিছুতেই তার পরিবারের কাছে ফেরাতে চাইছিল না বলে অভিযোগ। পরে বহু চাপের জেরে সে মেয়েটিকে তার পরিবারের হাতে তুলে দেয়। এলাকায় খবর ছড়ানোর পর এদিন দুপুরে বাসিন্দারা ওই আইসিডিএস কর্মীর বাড়ির সামনে গিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ওই মহিলা ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন। বানারহাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ওই মহিলা ও কিশোরীকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরে ওই মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ওই কিশোরী জানায়, বিহারে তাকে জোর করে নাচতে বাধ্য করা হত। নাচতে না চাইলে মারধর করা হত। তার মাসি তাকে উদ্ধার করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যান। পরে সেখান থেকে সে গয়েরকাটায় ফেরে। ওই কিশোরীর দিদি বলেন, 'ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার নামে প্রমীলা রায় আমার বোনকে ৫০ হাজার টাকায় বিহারের একজনের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল। সেখানে ওকে দিয়ে জোর করে নাচানো হত। বহু চেষ্টার পর আমরা ওকে খুঁজে বের করে বাড়ি ফিরিয়ে আনি। আমরা এই ঘটনায় যুক্ত সবার কড়া শাস্তি চাই।' ধৃত প্রমীলা রায় নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি জানানোর পাশাপাশি তাঁরই তৎপরতায় ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বলে জানান। ওই আইসিডিএস কর্মীর বিরুদ্ধে এর আগেও এমন অভিযোগ উঠেছে কি না তা এখনও স্পষ্ট নয়। তদন্তে সবই পরিষ্কার হবে বলে তদন্তকারীরা জানিয়েছেন।

পরিকাঠামোহীন স্কুলে শঙ্কা

একাদশে আসন বৃদ্ধি

নিউজ ব্যুরো

২৯ জুলাই : মাধ্যমিকে ১০০ শতাংশ পরীক্ষার্থীকে পাশ করানোর ধাক্কা সামলাতে নতুন শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তিতে আসন সংখ্যা বাড়িয়ে দিল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। বৃহস্পতিবার সংসদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, এখন স্কুলগুলি একাদশ শ্রেণিতে ৪০০ জন পর্যন্ত ছাত্র ভর্তি করতে পারবে।

সংসদের এই সিদ্ধান্তে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ শিক্ষক সংগঠনগুলি। অধিকাংশ স্কুলে এত ছাত্র পড়ানোর মতো পরিকাঠামোই নেই বলে শিক্ষকরা জানাচ্ছেন। এই অবস্থায় বাড়তি ছাত্র ভর্তি সমস্যা ডেকে আনবে বলে শিক্ষক সংগঠনগুলি আশঙ্কা করছে। সংগঠনগুলির বক্তব্য, অধিকাংশ স্কুলে এত পড়ুয়ার বসার জায়গাই নেই, ক্লাসরুমের অভাবও রয়েছে। ক্লাসরুম থাকলেও তা এত ছোট যে, সেখানে এত ছাত্রের বসার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। ফলে স্কুলগুলির অবস্থা হয়ে যাবে পোলট্রি ফার্মের মতো।

ক্লাসরুমে পড়ুয়াদের গিজগিজে ভিড় থাকলে পড়াশোনার পরিবেশ থাকবে না বলেও শিক্ষক সংগঠনগুলি আশঙ্কা করছে। যদিও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের উত্তরবঙ্গের স্পেশাল অফিসার জয়ন্ত ভট্টাচার্য বলেন, ৪৫ শতাংশ আসন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ভর্তির সমস্যা লাঘব করতে এমন সিদ্ধান্ত। সমস্যা থাকার কথা নয়।

কিন্তু শিক্ষক–শিক্ষিকাদের বক্তব্য, শুধু বসার ব্যবস্থা করলে হবে না, বিজ্ঞান শাখায় পরীক্ষাগারের পরিকাঠামো বাড়াতে হবে। তাছাড়া কমবেশি সব স্কুলে অনেক বিষয়ে শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। সেসব দিকে নজর না দিয়ে এত সংখ্যায় ভর্তি করার সিদ্ধান্ত জনপ্রিয় হতে পারে ঠিকই, কিন্তু এতে আখেরে ছাত্রছাত্রীদের ক্ষতিই হবে।

পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির আহ্বায়ক অঞ্জন দাস বলেন, কলা বিভাগে অন্তত এবার কোনও স্কুলেই আর ভর্তি নিয়ে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। বিজ্ঞান বিভাগে প্রয়োজনে সংসদের কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি নেওয়ার রাস্তা খোলাই রয়েছে। গবেষণাগারের প্রয়োজন নেই, এমন বিষয়ে একাধিক সেকশন করে পঠনপাঠন চলতেই পারে।

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির রাজ্য সভাপতি কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা তিনটি দাবি রেখেছিলাম। প্রথমত, আসন সংখ্যা বাড়ানো। পাশাপাশি ল্যাবরেটরি সহ স্কুলের সমস্ত পরিকাঠামো উন্নয়ন করা দরকার। স্কুলগুলিতে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকের বহু পদ শূন্য। সেই পদগুলিতে অবিলম্বে নিয়োগ দরকার।

এরপর বারোর পাতায়

ডুয়ার্সের একটি স্কুলে একাদশের ভর্তির ফর্ম জমা করছে পড়ুয়ারা।

যৌন নিগ্রহ ধামাচাপা দিতে 'ঘুষ', বিতর্কে বারলা

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২৯ জুলাই : কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ জন বারলার বিরুদ্ধে সরকারি জমি দখল করে নির্মাণকাজের অভিযোগে সম্প্রতি উত্তরে যথেষ্টই হইচই হয়েছে। এবার এক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে বানারহাট সংলগ্ন এক চা বাগানের আদিবাসী মহিলাকে যৌন নিগ্রহের ঘটনায় বারলার নাম জড়িয়ে যাওয়ায় তাঁকে ঘিরে বিতর্ক আরও দানা বেঁধেছে।

ওই ব্যবসায়ীকে বাঁচাতে বারলা তাঁর কাছ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন বলে আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি তথা বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা এবার অভিযোগ করলেন। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারে তৃণমূলের পার্টি অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে গঙ্গাপ্রসাদ নিজের দাবির সমর্থনে সবাইকে একটি অডিও ক্লিপও শোনান। বিজেপি ওই অডিও ক্লিপের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। অন্যদিকে, আরেকটি অডিও ক্লিপকে ঘিরেও সমান চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ওই ক্লিপ অনুয়ায়ী, বারলা ঘনিষ্ঠ বিজেপি নেতা সঞ্জয় চৌধুরী ওই মহিলাকে মোটা অঙ্কের টাকা পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে কমিশন বাদে তাঁর কাছে লক্ষাধিক টাকা দাবি করেন, কুপ্রস্তাবও দেন। গোটা ঘটনায় বারলা–ঘনিষ্ঠ আরেক বিজেপি নেতা তথা দলের ধূপগুড়ি উত্তর–পশ্চিম মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ প্রসাদ এবং বারলার আপ্তসহায়ক অদীপ ভুজেলের নামও জড়িয়েছে। জেলা শাসকের কাছে দায়ের করা মহিলার অভিযোগেও এই তিনজনের নাম ছিল। প্রসঙ্গত গোটা ঘটনাটি জানিয়ে ওই মহিলা বুধবার জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ওই ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করে। এদিকে, জোড়া ফলায় বিদ্ধ বারলাকে ঘিরে বিজেপি শিবিরের একাংশে অসন্তোষ বাড়ছে।

গঙ্গাপ্রসাদ বলেন, 'বানারহাটে এক আদিবাসী মহিলাকে নির্যাতনের ঘটনায় ধৃতকে বাঁচাতে বারলা তাঁর কাছ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা নিয়েছেন। গোটা ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে ধৃত ব্যবসায়ীই ওই টাকা বারলাকে দেন। এ বিষয়ে আমার কাছে ভয়েস রেকর্ড আছে।' গঙ্গাপ্রসাদের সাংবাদিক সম্মেলনের পরই বিজেপির আলিপুরদুয়ারের

এরপর বারোর পাতায়

মতুয়া সমাজের প্রতিনিধিকে
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় স্থান দেওয়ার জন্য
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জীকে ধন্যবাদ

শান্তনু ঠাকুর
সাংসদ, বনগাঁ
বন্দর এবং জাহাজ
চলাচল মন্ত্রকের
প্রতিমন্ত্রী
প্রচারে - অল ইন্ডিয়া
মতুয়া মহাসঙ্ঘ

শিলিগুড়ি থেকেই তৃতীয় ঢেউ শুরুর আশঙ্কা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : শিলিগুড়ি দিয়েই গোটা দেশে করোনার তৃতীয় ঢেউ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। উত্তর–পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্য এবং দার্জিলিং সহ উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলার সংক্রমণের গ্রাফ যেভাবে ঊর্ধ্বমুখী, তাতে বিশেষজ্ঞরা এমনটাই মনে করছেন। তাঁদের অভিযোগ, মানুষ একদিকে যেমন সেভাবে করোনার বিধিনিষেধ মানছে না, অন্যদিকে টিকাকরণও খুবই শ্লথগতিতে চলছে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়িতে সংক্রমণ বাড়ছে। পাশাপাশি, করোনার ডেল্টা এবং আলফা (ইউকে) ভ্যারিয়েন্টও এই অঞ্চলে প্রচুর মাত্রায় ছড়িয়ে পড়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। চিকিৎসকরা তাই দ্রুত কড়া পদক্ষেপের দাওয়াই দিয়েছেন। স্বাস্থ্য দপ্তরের উত্তরবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (জনস্বাস্থ্য) ডাঃ সুশান্ত রায় বলেন, 'সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে জেলায় জেলায় করোনাবিধি মেনে চলার ক্ষেত্রে কড়াকড়ি করা হচ্ছে। তৃতীয় ঢেউ তো এভাবে বলে কয়ে আসবে না। দেখা যাক কী হয়!'

করোনার প্রথম ঢেউ উত্তর–পূর্ব ভারতে গত বছরের মার্চ মাসে প্রথম ধরা পড়ে। জুন, জুলাই থেকে সেটা মারাত্মক হারে বাড়তে শুরু করে। তবে অক্টোবর মাসে গিয়ে সংক্রমণ–গ্রাফ অনেকটাই নেমে যায়। নভেম্বর–ডিসেম্বর মাসে সংক্রমণ কমতে কমতে একেবারেই শূন্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ঢেউ কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না। বিশেষজ্ঞরা আগেই জানিয়েছিলেন, জুন মাসের শেষ সপ্তাহ বা জুলাই মাসের প্রথমদিকে দ্বিতীয় ঢেউ পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে এসে যাবে। সেপ্টেম্বর–অক্টোবর মাস নাগাদ তৃতীয় ঢেউ আসার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু জুলাইয়ের শেষে এসেও উত্তর–পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্য এবং দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং জেলার সংক্রমণ না বাড়লেও কমছে না। এখনও এই জেলাগুলিতে প্রতিদিন গড়ে ৪০ জনের বেশি সংক্রামিত হচ্ছেন। অথচ উত্তরবঙ্গের অন্য জেলায় সংক্রমণ অনেকটাই কমেছে। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রের খবর, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি জেলায় প্রতিদিন যত নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে তার সাত শতাংশের মতো পজিটিভ আসছে। প্রসঙ্গত, রাজ্যের দৈনিক গড় সংক্রমণ দুই শতাংশেরও কম।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের বক্তব্য, উত্তর–পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিশেষ করে মণিপুর, মিজোরাম, সিকিমের সংক্রমণও কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না। এরই মধ্যে প্রথমে সিকিমে ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের ৯৭টি সংক্রমণের খোঁজ মেলে। পরবর্তীতে উত্তরবঙ্গেও ডেল্টা এবং আলফা ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া গিয়েছে।

এরপর বারোর পাতায়

নাইট কার্ফিউ কার্যকর করতে শিলিগুড়ির রাজপথে পুলিশ। বৃহস্পতিবার হাসমি চকে। ছবি : সূত্রধর